



APAR'S
CLASSROOM

বিজ্ঞানের পথ

পথ

অ

আ

ক

খ



প্রধান পৃষ্ঠাপোষক

নুমেরী সাওয়ার অপার

লেখক

নাইমুল হক

পিছদ

তারিকুজ্জামান তারিক

টাইপ রাইটার

জায়েদ খান

ডিজাইন

আদিল হাসান

~~লেখকের কথা~~

পরম করুণাময়ের নামে....

একবিংশ শতাব্দিতে এসে কেন জানিনা মুক্তিযুদ্ধ আর অন্তরে শিহরন জাগিয়ে তুলছে না। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছে শুধু বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার একটা হট টপিক। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ হটাও করেই জাগলো হ্রমায়ুন আহমেদ স্যারের "জোছনা ও জননীর গল্লি" উপন্যাস পড়ার পর। চোখ অনেকদিন পর ঝাপসা হয়ে এলো। ফুঁফিয়ে কাঁদার অণুভূতি অপ্রকাশযোগ্য স্বাদ গ্রহণ করলাম। তখন থেকেই অনুপ্রেরণা জাগলো মুক্তিযুদ্ধের অংশ হবার। শুরু করলাম একের পর এক মুক্তিযুদ্ধের উপর বিভিন্ন ব্লগ পড়ার, গল্লি-উপন্যাস পড়ার। বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলোকে ডায়েরির পাতায় পাতায় সংরক্ষণ করতে লাগলাম। সেই স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে এখনো জলে ভেজাতে হচ্ছে চোখকে। অপার ভাইয়া, তারিক, জায়েদ ও সায়েমের অনুপ্রেরণায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করি বই আকারে মুক্তিযুদ্ধকে ছড়িয়ে দেয়ার।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এডমিশন টেস্ট, বিসিএস কিংবা জব ইন্টারভিউ সামনে এলেই মুক্তিযুদ্ধকে জানতে চেষ্টা করেন। যার বদৌলতে কিছু হলেও তথ্য গলাধ:করণ করেন। তাদের কথা মাথায় রেখেই বইটি তৈরির চেষ্টা করেছি। তাই কিছুকিছু জায়গায় ছন্দ, কৌশল ব্যবহার করেছি। এটার উদ্দেশ্য কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধকে, কোন শহীদকে, দেশমাতাকে ছেট করা নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটা শহিদকে অন্তরের মনিকোটা থেকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। আল্লাহ আমাদের মাধ্যমেই ওনাদের স্বপ্নের দেশ গড়ার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

~~লেখকের কথা~~

বইটি তৈরির পিছনে সকলেই বিনা পারিশ্রমিকে খেটে চলেছেন।
আমাদের সকলের একটাই আশা এই বইটার রেকর্ড সংখ্যক কপি
আপনারা সংগ্রহ করুন। মুক্তিযুদ্ধের উপর বহুল পর্যবেক্ষণ বই যেন এটাই
হয়। আমাদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতার হাত দাঢ়িয়ে দিন।
ইনশাআল্লাহ্ বইটির পরবর্তী সংস্করণে যাবতীয় অঞ্চল দূর করা হবে।

আমি বইটির লেখক হিসেবে এর স্বৰ্বস্বত্ব ASG এর উপর অর্পণ
করলাম এবং বইটি নিজের দেশকেই উৎসর্গ করলাম।

"বিজয়ের পথে" পড়া শুরুর আগে চলুন একবার দাঁড়িয়ে বুকে হাত
দিয়ে ১৯৭১ কে স্মরণ করি, যুদ্ধে গৃহহারা, সন্ত্রমহারা, জীবনহারা
মা-বাবা-ভাই-বোন দের কাদতস্বরে স্মরণ করি।

আল্লাহ হাফেজ



নাহিমুল হক

লেখক

মুক্তিপত্র

মুক্তিযুদ্ধ টাইমলাইন



মুক্তিযুদ্ধের সময়
ওরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ



মুক্তিযুদ্ধ
বিদেশিদের অবদান

মুক্তিযুদ্ধ
ভিত্তিক সাহিত্য

মুজিবনগর সরকারে
ওরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

মুক্তিযুদ্ধ
ভিত্তিক চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

মুক্তিযুদ্ধ
ভিত্তিক গান



মুক্তিপত্র



বীরদের বীরত্ব



মুক্তিযুদ্ধের
স্বর্ণ সমূহ

চট্টগ্রাম বেতার
(vs)
কালুরঘাট বেতার

স্বীকৃতি

প্রশ়ংসন পর্ব



১মার্চ, ১৯৭১

- দুপুর ১টা ৫ মিনিটে বেতারে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করেন।
- হোটেল পূর্বাণি তে এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান।
- স্বাধীন বাংলা ছাত্র পরিষদ গঠিত হয়।

২মার্চ, ১৯৭১

- ২-২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে।
- প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাবি এর বটতলায়। উত্তোলনকারী তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব। তৎকালীন পতাকার ডিজাইনার শিবনারায়ণ দাশ।
- ছাত্রলীগ সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী সমবেত ছাত্রদেরকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করান।
- বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ কে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা দেন।

৩মার্চ, ১৯৭১

- স্বাধীন বাংলা ছাত্র পরিষদ কর্তৃক স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়।
- প্রথম জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সাথে পতাকা উত্তোলন করা হয়, ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। পতাকা উত্তোলন করেন শাহজাহান সিরাজ।
Note: ১৪ জুলাই ২০২০, শাহজাহান সিরাজ মারা যান।
- শেখ মুজিবকে জাতির জনক উপাধি দেওয়া হয়।
Note: বঙ্গবন্ধু উপাধিটি দেন:- তোফায়েল আহমেদ
- দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ শক্ত সমজদার মৃত্যু বরণ করেন।

৫মার্চ, ১৯৭১

- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন টিক্কা খান।

৬মার্চ, ১৯৭১

- ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে বাঙালিদেরকে দুষ্ক্রিয়া আখ্যা দেন।

৭মার্চ, ১৯৭১

- স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয়।
- বেলা ৩ টা ২০ এ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান।
 - Note-1:** বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ১৮ মিনিটের ছিলো।
 - Note-2:** ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় এসে পৌছান।

৮মার্চ, ১৯৭১

- সকাল সাড়ে আটটায় সারাদেশের বেতার কেন্দ্রে একযোগে ৭ মার্চের রেকর্ডেড ভাষণ প্রচারিত হয়।

৯মার্চ, ১৯৭১

- বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হরতালের কারণে হাইকোর্টের কোন বিচারপতিই জেনারেল টিক্কা খানের শপথ পাঠ করান নি। ফলে টিক্কা খানকে গভর্ণরের পদ থেকে কেবল সামরিক শাসক পদেই নিযুক্ত করা হয়।

১২মার্চ, ১৯৭১

- বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তাগণ আওয়ামীলীগের সাহায্য তহবিলে তাদের একদিনের বেতন দান করেন।

১৪মার্চ, ১৯৭১

- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সব জায়পগায় চেকপোস্ট বসানো হয়।

১৫মার্চ, ১৯৭১

- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সব জায়পগায় চেকপোস্ট বসানো হয়।

১৬মার্চ, ১৯৭১

- সকাল এগারোটায় ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭মার্চ, ১৯৭১

- ৫২ তম জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু বলেন, “আমার জন্মদিনই কি আর মৃত্যুদিনই কি। আমার জনগণের জন্যই আমার জন্ম আমার মৃত্যু।”
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে।

১৯মার্চ, ১৯৭১

- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের বীরজনতা।

২১মার্চ, ১৯৭১

- জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা আগমণ।

২৩মার্চ, ১৯৭১

- পাকিস্তান দিবস।
- বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে পতাকা উত্তোলন।

২৫মার্চ, ১৯৭১

- অপারেশন সার্চলাইট।
 - Note-1:** ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল রাও ফরমান আলী।
 - Note-2:** অপারেশন সার্চলাইট এর তত্ত্বাবধান করেন গভর্ণর জেনারেল টিক্কা খান।
- অপারেশন সার্চলাইটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেঃ-
 - EPR- East Pakistan Rifles** [বর্তমান **BGB**]
 - রাজারবাগ পুলিশ লাইন
- দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। মনে রাখোঃ-
 - ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২- বৃহস্পতিবার [ভাষা আন্দোলন]
 - ২৫ মার্চ, ১৯৭১- বৃহস্পতিবার [কালরাত]
 - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ - বৃহস্পতিবার [বিজয় দিবস]

২৫মার্চ, ১৯৭১

- রাত দেড়টায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

২৬মার্চ, ১৯৭১

- সমগ্র ঢাকা পাক সেনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।
- প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।
- সকাল ৯ টায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে ও অন্যান্য অঞ্চলে গৃহ্যুদ্ধ শুরু হয়েছে মর্মে খবর প্রচার করে।
- সন্ধ্যা ৭:৪০ এ তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন।
- সন্ধ্যায় রেডিও পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান আওয়ামীলীগকে বেআইনী ঘোষণা দেন।
- স্বাধীনতা দিবস।

২৭মার্চ, ১৯৭১

- সকাল ১১ টায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি পাঠ করেন।
- ঢাকায় কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি।
- ভারত শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়। হঠাৎ করেই জনশ্রোত জলশ্রোতে রূপ নেয়।

২৮মার্চ, ১৯৭১

- ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ হতে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে এর নামরকরণ করা হয় ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’।
 - Note:-** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরমপত্র পাঠ করতেন এম আর আখতার মুকুল।

৪এপ্রিল, ১৯৭১

- ইতালির নাগরিক মাদার মারিও ডেরেনজি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে নিহত প্রথম বিদেশী নাগরিক।

৯এপ্রিল, ১৯৭১

- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিঙ্কা খান শপথ গ্রহণ করেন।
- পাকবাহিনী সিলেট মেডিকেল কলেজের কয়েকজন চিকিৎসক ও ৭৫ জন রোগীকে শহীদ করে।

১০এপ্রিল, ১৯৭১

- মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।
 - Note-1:-** মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী ক্যাম্প ছিলো ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।
 - Note-2:-** বৈদ্যনাথ তলার বর্তমান নাম মুজিবনগর।
 - Note-3:-** মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি তানভির কবির।
 - Note-4:-** মুজিবনগর সরকারে পরিসমাপ্তিঃ-১২ জানুয়ারি, ১৯৭২।

১২এপ্রিল, ১৯৭১

- বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করেছে।
- কর্ণেল এম এ জি ওসমানিকে মুক্তিবাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করেন।

১৩এপ্রিল, ১৯৭১

- বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোস্তফা কামাল পাকসেনার গুলিতে নিহত হন।

১৪এপ্রিল, ১৯৭১

- পাকিস্তান সরকার হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদে প্রবেশ করে ৭ জনকে হত্যা করে।

১৫এপ্রিল, ১৯৭১

- পাকিস্তান সরকার দৈনিক পূর্বদেশের প্রথম পাতায় করাচি বিমানবন্দরে বসা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রকাশ করে।

১৬এপ্রিল, ১৯৭১

- মুজিবনগর সরকার (বাংলাদেশের প্রথম সরকার) শপথ গ্রহণ করে।
 - Note-1:-** ১৬ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস পালিত হয়।
 - Note-2:-** মুজিবনগর সরকারের সদস্য ছিলো ৬ জন।

১৭এপ্রিল, ১৯৭১

- শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ আব্দুল মানান। অনুষ্ঠানে দেশি বিদেশি ১২৭ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।
- অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।
 - Note-1:- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম।

১৮এপ্রিল, ১৯৭১

- দেশের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনে। উত্তোলনকারী এম হোসেন আলী।

২১এপ্রিল, ১৯৭১

- বাংলাদেশ গঠনের প্রেক্ষিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিচারপতি আবু সায়id চৌধুরীকে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।

২২এপ্রিল, ১৯৭১

- কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ শুরু হয়।

৩মে, ১৯৭১

- মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে জেড ফোর্স যাত্রা শুরু করে।

৫মে, ১৯৭১

- এস.ডি.পি.ও ফয়জুর রহমানকে হত্যা করা হয় ।
- Note:-** ফয়জুর রহমান ছিলেন হ্মায়ুন আহমেদের বাবা ।

৭মে, ১৯৭১

- শান্তি কমিটির সভাপতি মাওলানা সালাম বঙ্গবন্ধুকে কাফের বলে ঘোষণা করেন ।

৮মে, ১৯৭১

- ভারতে বিধানসভায় বিরোধী দলীয় নেতা জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৫ দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানান ।

৯মে, ১৯৭১

- রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের পাশবিক গণহত্যা বিষয়ক প্রামাণ্য সচিত্র পুস্তিকা 'বাংলাদেশ দ্য ট্রুথ' প্রকাশ করে ।

১২মে, ১৯৭১

- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুমেসা স্বপরিবারে দিলু রোডের বাসা থেকে ধানমন্ডি ২৮-নং এ পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক গৃহবন্দী হন ।

১৪মে, ১৯৭১

- তাজউদ্দীন আহমেদ বেতার ভাষণে ১৮ দফা দাবী ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, “আজ ভুলে যান কে কোন ধর্মের, কোন পেশার। আমরা সবাই বাঙালি।”

২৩মে, ১৯৭১

- ভগীরথী নদীর তীরে মুক্তিবাহিনী একটি গোপন নৌ ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে। সেটির নাম দেয় ‘ক্যাম্প সি ২পি’।

২জুন, ১৯৭১

- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১ জারি করেন। এর মধ্য দিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়।

৫জুন, ১৯৭১

- ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মহামারি আকারে কলেরা দেখা দেয় এবং দিনে কয়েকশ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

৭জুন, ১৯৭১

- ইয়াহিয়া খান অর্থ সংক্রান্ত সামরিক বিধি জারি করেন। তাতে বলা হয়, “যে সব পাকিস্তানি নোটে ‘বাংলাদেশ’ অথবা ‘জয় বাংলা’ লেখা বা মুদ্রিত হবে সে সব নোট অচল বলে ধরা হবে।

৯জুন, ১৯৭১

- সংক্ষ্যা ৬ টা ১৫ মিনিটে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এ গেরিলা হামলা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক টিমের সদস্যদের মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি জানিয়ে দেয়া ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য।

১০জুন, ১৯৭১

- সামরিক আইন প্রশাসক গভর্ণর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান যেসব নাগরিক ছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারী কর্মচারি, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গিয়েছিলেন এবং এখন ফিরে আসতে চান, তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

১৪জুন, ১৯৭১

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্রীড়া সমিতি গঠিত হয়।

১৬জুন, ১৯৭১

- ঢাকার পত্রিকায় ২৪০ জন হিন্দুব্যক্তির নামে সড়কগুলোর নাম মুসলিম নাম রাখার দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা হয়।

১৭জুন, ১৯৭১

- আগরতলা ডি এম হাসপাতালে কমরেড ফরহাদ সাবারুম বর্ডারে পাকিস্তানিদের দ্বারা লাঞ্চিত নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

২৫জুন, ১৯৭১

- দুটি জাহাজ মার্কিন অস্ত্রসন্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি পতাকা জড়িয়ে পাকিস্তানের পথে যাত্রা শুরু করে।

২৮জুন, ১৯৭১

- বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামীলীগের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের রায় বাতিল করেন।

২জুলাই, ১৯৭১

- মুজিবনগর সরকার 'Youth Training Control Board' গঠন করে।

১০জুলাই, ১৯৭১

- ১০-১৭ জুলাই মুক্তিবাহিনীর সদরদপ্তরে অধিনায়কদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ও ৬৪ টি সাবসেক্টরে ভাগ করা হয়।

১২জুলাই, ১৯৭১

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নতুন কয়েকটি অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়। তন্মধ্যে জল্লাদের দরবার, দৃষ্টিপাত অন্যতম।
- মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

১৫জুলাই, ১৯৭১

- এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। শতকরা ২ ভাগ ছাত্রছাত্রীও পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয় নি।

১৭জুলাই, ১৯৭১

- বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২১জুলাই, ১৯৭১

- ভারত সরকার প্রথম পরিষ্কার ঘোষণা করেন, “প্রয়োজন হলে মুক্তিবাহিনীকে অন্ত সরবরাহ করা হবে।” উল্লেখ্য এই ঘোষণা মুক্তিযোদ্ধাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

২৮জুলাই, ১৯৭১

- ঢাকা মেডিকেল কলেজে শেখ হাসিনার পুত্র তথা বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্রি ‘জয়’ এর জন্ম হয়।

২৯জুলাই, ১৯৭১

- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। যার ডিজাইনার বিমান মল্লিক।

১আগস্ট, ১৯৭১

- সেতারবাদক রবিশঙ্কর এর অনুরোধে লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী গায়ক জর্জ হ্যারিসন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ‘The Concert for Bangladesh’ নামক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
Note:- কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইউনেসকোর তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের জন্য দেওয়া হয়।

৫আগস্ট, ১৯৭১

- প্রথমবারের মত পাকিস্তান সামরিক সরকারের ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ পরিস্থিতি সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় একটি ‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশিত হয়। সেখানে বাঙালীদেরকেই সবকিছুর জন্য দায়ী করা হয়।

৯আগস্ট, ১৯৭১

- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ২০ বছরের মেট্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মুক্তিযুদ্ধে নতুন আশার সঞ্চার করে।

১৫আগস্ট, ১৯৭১

- ভারতীয় নৌবাহিনীর সহযোগিতায় ব্যাপক পরিকল্পনার পর গেরিলা দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে সমর সরঞ্জাম ভর্তি ২ টি জাহাজ (এম ভি আল আব্বাস ও এম ভি হরমোজ) বিফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এর সাংকেতিক নাম অপারেশন জ্যাকপট। অপারেশন জ্যাকপটের মূল পরিকল্পনায় ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম ও ভারতীয় বাহিনী ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং।
- শেখ মুজিবের বিচারে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের মহাসচিব উ.থান্ট পাকিস্তান সরকারে কাছে বার্তা পাঠালে পাকিস্তান সরকার মহাসচিব বলেন, “শেখ মুজিবের বিচারে জাতিসংঘ তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।”

১৮আগস্ট, ১৯৭১

- ‘ব্রিডিং বাংলাদেশ’ শিরোনামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

২০আগস্ট, ১৯৭১

- পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ইস্ট্রাইট হিসেবে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান মাশরুর বিমান ঘাটি থেকে একটি T-33 প্রশিক্ষণ বিমান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যাত্রা শুরু করলে ৪০ মাইল চলার পর সহ্যাত্মী পাইলট অফিসার রশিদ মিনহাজ বুরাতে পারে। ৭ মিনিট ধর্ষাধস্তির পর বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং মতিউর রহমান নিহত হন।

২১আগস্ট, ১৯৭১

- বাংলাদেশের গণহত্যায় পাকিস্তানকে সহায়তা না করার জন্য আবেদন জানায় ‘বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি’।

২৫আগস্ট, ১৯৭১

- ধানমন্ডির ১৮ ও ২০ নং রোডে গেরিলা আক্রমণ চালানোর সময় রূমি পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হয়।

২সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেওয়া' বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন শুরু হয়। ছবি থেকে উপার্জিত অর্থ জহির রায়হান দুষ্ক শিল্পীদের বিতরণ করে দেন।
- বাংলাদেশ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে 'লিবারেশন কাউন্সিল অভ দ্য ইন্টেলিজেন্টসিয়া' নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়।

৩সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- ডা.এ এম মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

৪সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২১০০ টাকার একটি চেক প্রদান করা হয়।
- কুখ্যাত বাহিনী 'আলবদর' ও 'আল শামস' গঠিত হয়।

৫সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ শাহাদত বরণ করেন।

১০সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া পিকচার্স এসোসিয়েশনের আর্থিক সহায়তায় জহির রায়হানের 'স্টেপ জেনোসাইড' এর প্রাইভেট শো দেখানো হয়।

১২সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- লন্ডনে এন্টনি ম্যাসকারেনহাসের 'দ্য রেইপ অভ বাংলাদেশ' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব হয়। এই গ্রন্থই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম গ্রন্থ।

১৩সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- মুক্তিযুদ্ধে গেরিলারা প্রথমবারের মত রিমোট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে পাকসেনাদের ট্রেন ধ্বংস করে।
- আলমগীর কবির 'লিবারেশন ফাইটার্স' শিরোনামে বাংলাদেশ সরকারে প্রথম ডকুমেন্টারি ফিল্মের কাজ শুরু করেন।

১৪সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে আটার এয়ার ক্রাফট, হেলিকপ্টার এবং একটি ডাকোটা বিমান নিয়ে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বিমান ঘাটিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিমান বাহিনী গঠিত হয়।

২০সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় ভ্রাউনিং বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান নিয়ে গড়ে উঠে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

২৪সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে একটি প্রাইভেট কার হাইজ্যাক করে মতিঝিল এলাকার হাটখোলা শাখা হাবিব ব্যাংক লুট করে।

২৫সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে গেরিলারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

২৮সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- এম ভি পলাশ ও এম ভি পদ্মা নামের দুইটি জাহাজ নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে। এ দুইটি জাহাজই হলো বাংলাদেশের প্রথম সামরিক নৌযান।

১৯সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

- সুরকার আলতাফ মাহমুদ শহীদ হন।

১০অক্টোবর, ১৯৭১

- বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথা সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্যারিসে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

১৩অক্টোবর, ১৯৭১

- পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্ণর মোনেম খান ১২ তারিখ গেরিলাদের দ্বারা আহত হয়ে বনানীস্থ নিজ বাসভবনে ১৩ তারিখ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১২অক্টোবর, ১৯৭১

- মেজর খালেদ মোশাররফ কসরায় পাকবাহিনীর সাথে তাঁর 'কে ফোর্স' এর সামরিক সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন এবং মেজর সালেহ কমান্ডার নিযুক্ত হন।

১৪অক্টোবর, ১৯৭১

- জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ সহ ২ জন অন্য বিভাগের ছাত্র ও ১ জন দারোয়ানকে হল ঘেরাও করে ধরে নিয়ে যায় পাকসেনারা। বন্দী শিবিরে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ হোসেন পাকসেনাদের অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

৩নভেম্বর, ১৯৭১

- চীন ভারতকে ভূশিয়ারি দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সহায়তা না করতে বলে।

৭নভেম্বর, ১৯৭১

- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে রাজাকারদের অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়।

৯নভেম্বর, ১৯৭১

- পাকিস্তানি বাহিনী থেকে দখল করা ৬ টি ছোট আকারের নৌযান নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম নৌবহর 'বঙ্গবন্ধু' এর উত্তোধন করা হয়।
- আমেরিকা পাকিস্তানে অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স বাতিল করে।

১০নভেম্বর, ১৯৭১

- বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাহউদ্দীন কে দিনাজপুর থেকে ধরে নিয়ে যায় পাকসেনারা। তারপর তাদের পোষা বাঘের খাচায় তাঁকে নিষ্কেপ করা হয় এবং তিনি সেখানেই শহীদ হন।
- চট্টগ্রামের পাহাড়তলির বিভিন্ন পাহাড়ে যুবতী ও নারীদের শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়।

১৫নভেম্বর, ১৯৭১

- সব সেক্টর কমান্ডারদের এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

১৭নভেম্বর, ১৯৭১

- ভোর সাড়ে ৫ টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয় ঢাকায়।

২০নভেম্বর, ১৯৭১

- মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে ঈদ উল ফিতরের নামাজ পড়া হলেও কারো ভাগে জোটেনি ঈদের আনন্দের সেমাইটুকুও।

২১নভেম্বর, ১৯৭১

- স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়কে স্বরণ রাখতে ২১ নভেম্বরকে সশন্ত্র বাহিনী দিবস ঘোষণা করা হয়।
- যশোরের চৌগাছা পাকসেনাদের হাতথেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

২৩নভেম্বর, ১৯৭১

- মুজিবনগর থেকে এক পত্রে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া দাবি জানানো হয়।

২৫নভেম্বর, ১৯৭১

- দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় মুক্তিবাহিনীদের ধরিয়ে দেওয়া পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এতে করে মুক্তিবাহিনীদের বাসস্থানের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

২৭নভেম্বর, ১৯৭১

- মার্কিন প্রেসিডেন্ট নেতৃত্বে জানান, “বঙ্গোপসাগরকে ৭ম নৌবহরের এক্ষতিয়ারভূক্ত করা হয়েছে। একে ঠেকানোর ক্ষমতা ভারতের নেই।” এর তীব্র সমালোচনা করে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, “আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবে।”

২৯নভেম্বর, ১৯৭১

- কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা শহরে একটি গণ মিছিল বের করে। এর স্নোগান ছিলো “পাকিস্তানের উৎস কী? লা ইলাহা ইল্লাহ আহ।” “হাতে লও মেশিনগান, দখল কর হিন্দুস্থান।”

৩০নভেম্বর, ১৯৭১

- মুক্তিবাহিনীরা পঞ্চগড় মুক্ত করে।

৪ডিসেম্বর, ১৯৭১

- ইয়াত্তিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

৫ডিসেম্বর, ১৯৭১

- মিত্রবাহিনী ঢাকার আকাশ পুরোপুরি দখল করে।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতিতে ভেটো দেয়।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের আলোচনার হট টপিক হয়ে উঠে।

৬ডিসেম্বর, ১৯৭১

- সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ বিরতিতে ২য় বারের মত ভেটো দেয়।
- ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- ভুটান ভারতের ২ ঘণ্টা আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৮ডিসেম্বর, ১৯৭১

- পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান করে মিত্রবাহিনী।

১১ডিসেম্বর, ১৯৭১

- জামালপুরে এক অংশ পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে।
- তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ট্রাইব্যুনাল গঠন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, চারটি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ ও জমির মালিকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৪ডিসেম্বর, ১৯৭১

- পূর্ব বাংলার গভর্ণর পদত্যাগ করে।
- বাংলাদেশের অনেক মুক্তিচিন্তার অধিকারী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।
তাদের স্মরণে এই দিনটিকে বুদ্ধিজীবী দিবস ঘোষণা করা হয়। আলবদর রাজাকার বাহিনী ছিল এই হত্যার পিছনে মূল হোতা।

১৫ডিসেম্বর, ১৯৭১

- স্যাম মানেকশ পাকিস্তানীদের পরেরদিন সকাল ৯ টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলেন।

১৬ডিসেম্বর, ১৯৭১

- অবশ্যে গল্লের শেষটুকুর ছোঁয়া পেতে যাচ্ছে। বাংলার আকাশ থেকে কিছু পতাকা নেমে যাচ্ছে আর কিছু পতাকা সগৌরবে দখল করেছে পুরো আকাশ।
- নিয়াজী ও জগজিৎ সিং অরোরা বিকাল ৫ টা ৫ মিনিটে আত্মসমর্পণ পত্রে সহী করেন।





মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

পদবী

নাম

জাতিসংঘের মহাসচিব

উ থান্ট

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

USSR রাষ্ট্রপতি

নিকোলাই পদগর্নি

USA রাষ্ট্রপতি

রিচার্ড নিক্সন

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি

ইয়াহিয়া খান

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

নুরুল আমীন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়

নাম

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

খাজা নাজিম উদ্দীন

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী

নুরুল আমীন

বাহ্যিক





মুক্তিযুদ্ধে বিদেশির অবদান

নাম

পেশা/
জাতীয়তা

অবদান

সাইমন ড্রিং টেলিগ্রাফ

ব্রিটিশ সাংবাদিক

'Daily Telegraph'

পত্রিকার মাধ্যমে
সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে
পাকবাহিনীর বর্বরতার
খবর প্রচার করেন।

তাহিরা মায়হার

পাক সাংবাদিক

বাঙালি নারীদের উপর
পাকসেনাদের বর্বরতার
চিত্র প্রকাশ করেন।

মাদার মারিও ভেরেনজি

ইতালির নাগরিক

মুক্তিযুদ্ধে নিহত প্রথম সেনার
বিদেশী নাগরিক

উইলিয়াম ওডারল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়ান

বীরপ্রতিক খেতাব প্রাপ্ত
একমাত্র বিদেশি নাগরিক

এলেন গিলবার্গ

মার্কিন কবি

কবিতা 'September
on Jessore Road'



মুক্তিযুদ্ধ তিওক সাহিত্য

উপন্যাস

রাইফেল রোটি আওরাত

আনোয়ার পাশা

নিষিদ্ধ লোবান, নীলদংশন

সৈয়দ শামসুল হক

জাহানাম হইতে বিদায়,
নেকড়ে অরণ্য

শওকত ওসমান

আগুনের পরশমণি,
শ্যামল ছায়া, জোছনা ও
জননীর গল্প

ভূমায়ুন আহমেদ

হাঞ্চর নদী গ্রেনেড

সেলিনা হোসেন

আমার বন্ধু রাশেদ

মুহাম্মদ জাফর ইকবাক

প্রবন্ধ

একাত্তরের বিজয় গাথা,
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে

মেজর রফিকুল ইসলাম

আমি বীরাঙ্গনা বলছি

ড. নীলিমা ইব্রাহিম

স্মৃতিকথা

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের ডায়েরি

সুফিয়া কামাল

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাংলাদেশ কথা কয়

শামসুর রহমান

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ:
দলিলপত্র

হাসান হাফিজুর রহমান

গল্প

জন্ম যদি তব বঙ্গে

শওকত ওসমান

কবিতা

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রহমান

গ্রন্থ

বন্দী শিবির থেকে

শামসুর রহমান

এক্ষেত্রে:

শহীদুল্লাহ কায়সার

শহীদুল্লাহ কায়সারের একটা উপন্যাস ‘সংশ্লিষ্টিক’

একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী

জহির রায়হানের বড়ভাই

পেশায় সাংবাদিক

প্রথম উপন্যাস ‘সারেং বৌ’

মুজিবনগর সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

বিষয়

রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক

উপরাষ্ট্রপতি ও অঙ্গায়ী রাষ্ট্রপতি

প্রধানমন্ত্রী (শিক্ষা,স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)

অর্থ,বাণিজ্য,শিল্প ও পরিবহন

স্বরাষ্ট্র,ত্রাণ ও পুনর্বাসন,কৃষি

পররাষ্ট্র ও আইন

প্রধান সেনাপতি

সেনাবাহিনীর প্রধান

বিমানবাহিনীর প্রধান

অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী

বহির্বিশ্বে বিশেষ রাষ্ট্রদূত

নাম

শেখ মুজিবর রহমান

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমেদ

এম.মনসুর আলী

এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান

খন্দকার মোশতাক আহমেদ

কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানী

কর্ণেল আব্দুর রব

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

আব্দুল মানান

বিচারপতি আবু সাউদ চৌধুরি



মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র

বাবুড়ি, কলকাতা, ১২০৫, ওড়া ১১ জন
[JNU]

আবার তোরা মানুষ হ,
এখনও অনেক রাত

ধীরে বহে মেঘনা [BCS],
একসাগর রক্তের বিনিময়ে

স্মৃতি-৭১, নদীর নাম মধুমতী

হৃদয়ে-৭১

একাত্তরের মা জননী

বাঁধনহারা

গেরিলা ***[JOB]

আগ্নের পরশমণি [CU]

মুক্তির গান [DU]

Stop Genocide [BCS]

আগামী ***[JOB]

চাষী নজরুল ইসলাম

খান আতাউর রহমান

আলমগীর কবির

তানভীর মোকাম্মেল

সাদেক সিদ্দিকী

শাহ আলম কিরণ

এ.জে. মিন্টু

নাসির উদ্দীন ইউসুফ

হৃমায়ুন আহমেদ

তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন
মাসুদ

জহির রায়হান

মোরশেদুল ইসলাম



মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র

একান্তর সিদ্ধি

Stop Genocide: প্রথম প্রামাণ্যচিত্র

ওরা ১১ জনঃ প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র

*'গেরিলা' চলচ্চিত্রটি শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত

স্মৃতি ৭১, হৃদয়ে ৭১-চলচ্চিত্র





মুক্তিযুদ্ধ ইতিক স্থাপত্য ও ভাস্তর্য

স্থাপত্য
ভাস্তর্য

জাগত চৌরঙ্গী

মুজিবনগর
স্মৃতিসৌধ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

অপরাজেয় বাংলা

সংশ্লিষ্ট

বিজয়-৭১

চেতনা-৭১

সাবাশ বাংলাদেশ

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা

অবস্থান

জয়দেবপুর চৌরাস্তা

মেহেরপুর

সাভার

ডা.বি. কলাভবন

জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়

শাবিপুরি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ডা.বি সংলগ্ন TSC
সড়ক দ্বীপ

স্থপতি

আব্দুর রাজাক

তানভির কবির

মঈনুল হোসেন

সৈয়দ আব্দুল
খালেক

হামিদুজ্জামান খান

শ্যামল চৌধুরী

মোবারক হোসেন
নূপাল

নিতুন কুণ্ড

শামীম শিকদার

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্থাপত্য ও ডাক্টর্স

একাকুসিড

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম স্থাপত্য জাহান “চৌরঙ্গী”





মুক্তিযুদ্ধ ডিওক গান

কিছু শটকাট

গোবিন্দ হাবিলদার

মোরা পূর্বে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পদ্মা, মেঘনা, ঘনুনা পেয়েছি

মাযহারুল আনোয়ার

জয় একবার একতারা বাজিয়েছে

বোনাস

সালামের ফফিলত শুনে মুজিব গৌরব করে



গান

মোরা একটি ফুলকে
বাঁচাবো বলে

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে,
এক সাগর রক্তের
বিনিময়ে

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা

জয় বাংলা- বাংলার জয়,
একবার যেতে দে না

একতারা তুই দেশের
কথা

সালাম হাজার সালাম

শোন একটি মুজিবরের

একনদী রক্ত পেরিয়ে

ধনধান্য পুষ্পেভরা

তীর হারা এই টেউয়ের
সাগর

সবকটা জানালা খুলে
দাও না

গীতিকার সুরকার

গোবিন্দ হালদার

গোবিন্দ হালদার

গোবিন্দ হালদার

মাযহারুল
আনোয়ার

মাযহারুল
আনোয়ার

ফজলে খোদা

গৌরী প্রসন্ন
মজুমদার

খান আতাউর
রহমান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আপেল মাহমুদ

নজরুল ইসলাম
বাবু

আপেল মাহমুদ

গোবিন্দ হালদার

সমর দাস

আনোয়ার পারভেজ

সত্যসাহা

আব্দুল জব্বার

অঞ্চল রায়

খান আতাউর রহমান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আপেল মাহমুদ

আহমেদ ইমতিয়াজ
বুলবুল



বীরদের বীরত্ব

বীরশ্রেষ্ঠ

৭ জন

বীর উত্তম

৬৯ জন*

বীর বিক্রম

১৭৫ জন

বীর প্রতীক

৪২৬ জন

* = উত্তম=উন্সেপ্টুর



বীরদের বীরত্ব

“৭ হাজার মোম আনো”

~~কু~~

~~নাম~~

~~তথ্যসমূহ~~

হা

হামিদুর রহমান

পদবীঃ সিপাহী সেক্টরঃ ৪ নং
জন্মস্থানঃ কিনাইদহ সমাধিৎ প্রথমে
ত্রিপুরা, পরে শহীদ বুদ্ধিজীবী
কবরস্থান

জা

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন
জাহাঙ্গীর

পদবীঃ ক্যাপ্টেন সেক্টরঃ ৭ নং
সমাধিৎসোনা মসজিদ প্রাঙ্গন
*বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ

র

রুভল আমীন

পদবীঃ স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার
সেক্টরঃ ২ নং

মো

মোস্তফা কামাল

পদবীঃ সিপাহী সেক্টরঃ ২নং
সমাধিৎআখাউড়া, ব্রাক্ষণবাড়িয়া

ম

মতিউর রহমান

পদবীঃ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মৃত্যুঃ ২০ আগস্ট
সমাধিৎ প্রথমে করাচির মাশরুর
ঘাটিতে, পরে মিরপুরে

আ

মুসী আব্দুর রউফ

পদবীঃ ল্যাপ নায়েক সেক্টরঃ
১নং সমাধিৎ রাঙ্গামাটি জেলার
নানিয়ার চরে
*বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ (৪
এপ্রিল, ১৯৭১)

নো

নূর মোহাম্মদ শেখ

পদবীঃ ল্যাপ নায়েক সেক্টরঃ ৮
নং

মুক্তিযুদ্ধের সেচ্চের সমূহ



মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ

এলাকা

কমান্ডার

সেক্টর-১

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম

মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর
রফিকুল ইসলাম (জিরু)

সেক্টর-২

ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা
, আখাউড়া

মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর
হায়দার (হাই মুট)

সেক্টর-৩

হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
(হকি)

মেজর কে. এম শফিউল্লাহ,
মেজর নুরুজ্জামান (সতিনু)

সেক্টর-৪

সিলেটের পূর্বাঞ্চল

মেজর সি. আর দত্ত, ক্যাপ্টেন
আব্দুল রব

সেক্টর-৫

সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল

মেজর মীর শওকত আলী
(৫ মিশালী)

সেক্টর-৬

রংপুর, ঠাকুরগাঁও

উইং কমান্ডার এম. কে বাশার
(বাঁশিতে ৬ টি ছিদ্র আছে)

সেক্টর-৭

রাজশাহী, দিনাজপুর

মেজর নাজমুল হক

সেক্টর-৮

কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা

মেজর আবু ওসমান ও এম. এ
মঙ্গুর

সেক্টর-৯

সাতক্ষীরা, বরিশাল, পটু
যাখালি (বুড়ি সাতারে
পটু)

মেজর আবদুল জলিল ও এম.
এ মঙ্গুর (জম)

সেক্টর-১০

সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল

পাকিস্তান নৌবাহিনি ৮ জন
বাঙালি কর্মকর্তা

সেক্টর-১১

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল

মেজর আবু তাহের ও এম
হামিদুল্লাহ

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ

জ্ঞাতব্য

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ছিলোঃ ৮ নং সেক্টর

মুক্তিযুদ্ধের সময় সুন্দরবন ছিলোঃ ৯ নং সেক্টর

নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিলো নাঃ ১০ নং সেক্টর

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতিঃ কর্ণেল এম. এ. জি ওসমানি

চট্টগ্রাম বেতার VS কালুরঘাট বেতার

২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটের পর চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ গড়ার। যেহেতু ‘চট্টগ্রাম বেতার’ চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত ছিলো নিরাপত্তার কারণে তারা সেটিকে ‘স্বাশীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ না বানিয়ে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রকেই বানান। ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠঃ-

- ২৬ মার্চ দুপুর ২:১০ এ চট্টগ্রাম বেতার থেকে এম এ হামান পাঠ করেন।
- ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭:৪০ টায় কালুরঘাট বেতার তথা ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ থেকে এম এ হামান পাঠ করেন।
- ২৭ মার্চ রাত ৮ টায় কালুরঘাট বেতার থেকে জিয়াউর রহমান পাঠ করেন।



চট্টগ্রাম বেতার VS কালুরঘাট বেতার

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা সঙ্গীতঃ “জয় বাংলা, বাংলার জয়।”
- ২৮ মার্চ ‘বিপ্লবী’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
- ৩০ মার্চ দুপুর ২ টা ১০ মিনিটে বেতার কেন্দ্রে পাকিস্তানি বিমান হামলা চালানো হয়। ফলে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রটি অচল হয়ে পড়ে।
- ১১ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ আল ইন্ডিয়া রেডিওর শিলিঙ্গড়ি কেন্দ্রকে “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে সেখান থেকে ভাষণ প্রদান করেন।
- ২৫ মে থেকে কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নম্বর বাড়িটিই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থায়ী কার্যালয়রূপে গড়ে উঠে।





স্বীকৃতি

পরিচয়

দেশের নাম

তারিখ

প্রথম স্বীকৃতি দানকারী
দেশ

ভুটান

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্বিতীয় স্বীকৃতি দানকারী
দেশ

ভারত

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম ইউরোপীয় দেশ

পোল্যান্ড ও
বুলগেরিয়া

১২ জানুয়ারি, ১৯৭২

প্রথম আফ্রিকান দেশ

সেনেগাল

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ

পোল্যান্ড

১২ জানুয়ারি, ১৯৭২

প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ

ইরাক

৮ জুলাই, ১৯৭২

প্রথম উপসাগরীয় দেশ

কুয়েত

প্রথম অআরব মুসলিম
দেশ

মালয়েশিয়া

২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

যুক্তরাষ্ট্র

৪ এপ্রিল, ১৯৭২

* বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা ঘোষণা করা হয়ঃ ভারতের
ঝাড়খন্দে ও সিঙ্গেরা লিওনে

প্রশ্নাওর পর্ব

১

“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম” জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এ ভাষণটি ১৯৭১ সালের কোন তারিখে প্রদান করেছেন?

[MBBS: 2019-20]

ক) ৭ মার্চ খ) ৫ মার্চ গ) ৬ মার্চ ঘ) ৮ মার্চ

২

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কোন তারিখে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন?

[MBBS: 2019-20]

ক) ১১ জানুয়ারি ১৯৭১ খ) ১২ জানুয়ারি

গ) ১০ জানুয়ারি ঘ) ০৯ জানুয়ারি

৩

কোন বিখ্যাত গায়ক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জন্য নিউইয়র্কে কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ করেন?

[MBBS: 2019-20]

ক) এলভিস প্রিসলি খ) লতা মাঝেশকর

গ) মুহাম্মদ রাফি ঘ) জর্জ হ্যারিসন

প্রশ্নাওর পর্ব

৪

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিলো ?

[MBBS: 2019-20]

ক) ১২ খ) ১০ গ) ১১ ঘ) ১৩

৫

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ‘বীর প্রতীক’ খেতাবপ্রাপ্ত নারীদ্যের নাম কি ?

[MBBS: 2017-18]

ক) তারামন বিবি ও সিতারা বেগম

খ) সিতারা খাতুন ও তারামন বিবি

গ) সেলিনা বেগম ও সিতারা আখতার

ঘ) ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিনী ও জাহানারা ইমাম

৬

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন ?

[MBBS:2016-17]

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান খ) তাজউদ্দীন আহমেদ

গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

প্রশ্নাওর পর্ব

৪

আওয়ামীলীগের ৬ দফা পেশ করা হয়েছিলো-

[40th BCS]

ক) ১৯৬৬ সালে খ) ১৯৬৭ সালে

গ) ১৯৬৮ সালে ঘ) ১৯৬৯ সালে

৮

বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ঘড়িযন্ত্র মামলার আসামী ছিলো কত জন ?

[40th BCS]

ক) ৩৪ খ) ৩৫ গ) ৩৬ ঘ) ৩২

৯

মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন ?

[38th BCS, তারিখ: ২০১৪-১৫]

ক) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী খ) তাজউদ্দীন আহমেদ

গ) এ এইচ এম কামারুজ্জামান ঘ) খন্দকার মোস্তাক আহমেদ

১০

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি ?

[38th BCS]

ক) নেকড়ে সম্বৰ ডিয়ে খ) বন্দী শিবির থেকে ডিসেম্বর ডিসেম্বর

গ) নিষিদ্ধ লোবান ঘ) প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম

প্রশ্নাওর পর্ব

১১

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত ‘ধীরে বহে মেঘনা’ চলচিত্রের নির্মাতা কে ?
[37th BCS]

- ক) আলমগীর কবির খ) খান আতাউর রহমান
গ) হ্রাণ আহমেদ ঘ) সুভাষ দত্ত

১২

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অন্যান্য মুসলিম দেশ কোনটি ?

- ক) ইন্দোনেশিয়া খ) মালয়েশিয়া
গ) মালদ্বীপ ঘ) পাকিস্তান

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অন্যান্য মুসলিম দেশ সেনেগাল

১৩

বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব-
[37th BCS]

- ক) বীর প্রতীক খ) বীরশ্রেষ্ঠ
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর বিক্রম

প্রশ্নাওর পর্ব

১৪

বাংলাদেশ কোন সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে ?

[ঢাবি (ঘ): ২০১৭-১৮]

ক) ১৯৮৮ খ) ১৯৮১ গ) ১৯৯৫ ঘ) ১৯৭৯

১৫

‘একাত্তরের দিনগুলি’ বইটির লেখক কে ?

[ঢাবি (ঘ): ২০১৭-১৮]

ক) সেলিনা হোসেন খ) ভূমায়ুন আহমেদ

গ) হাসান আজিজুল হক ঘ) জাহানারা ইমাম

১৬

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে ?

[ঢাবি (ঘ): ২০১৬-১৭]

ক) চরফ্যাশন,ভোলা

খ) আখাউড়া,ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া

গ) বিক্রমপুর,মুনিগঞ্জ

ঘ) মুকসুদপুর,গোপালগঞ্জ

১৭

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজশাহী কোন সেক্টরে ছিলো ?

[RU (A): 2017-18]

ক) ২ নং খ) ৩ নং গ) ৫ নং ঘ) ৭ নং

প্রশ্নাওর পর্ব

১৭

কোন বীরশ্রেষ্ঠ সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত আছেন ?

[RU(চ): 2017-18]

- ক) বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান
গ) বীরশ্রেষ্ঠ রুভল আমিন

- খ) বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ
ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১৮

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকা _____ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো।
[ঢাবি (ঘ): ২০১৫-১৬]

- ক) সেক্টর ১ খ) সেক্টর ২ গ) সেক্টর ৩ ঘ) সেক্টর ৪

উত্তোলন

প্রশ্ন নং

উত্তৰ

১

গ

২

গ

৩

গ

৪

গ

৫

ক

৬

গ

৭

ক

৮

খ

~~পঞ্চনং~~
৯

~~উত্তর~~
গ

১০

খ

১১

ক

১২

*

১৩

ষ

১৪

ক

১৫

ঘ

১৬

খ

১৭

ঘ

~~উত্তর~~

~~প্রশ্ন নং~~
১৮

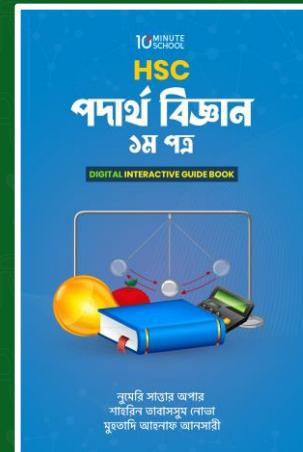
খ

১৯

পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র

Digital Interactive Guide PDF

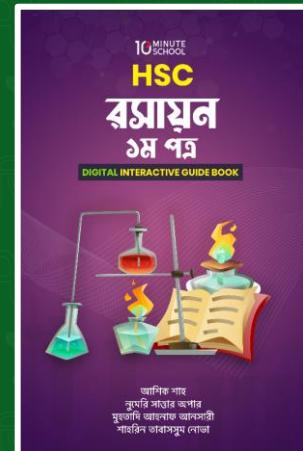
[DOWNLOAD](#)



রসায়ন ১ম পত্র

Digital Interactive Guide PDF

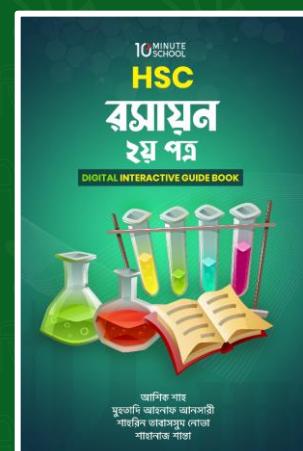
[DOWNLOAD](#)



রসায়ন ২য় পত্র

Digital Interactive Guide PDF

[DOWNLOAD](#)



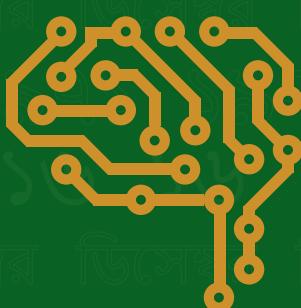
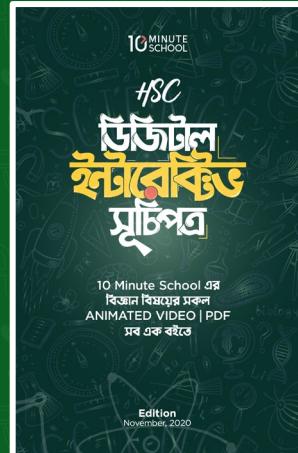
বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন ফোটন



[DOWNLOAD](#)

ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ সূচিপত্র

[DOWNLOAD](#)



APAR'S CLASSROOM

আমাদের সাথে
নিজের পঢ়াশোনার
ইজি Solution পেতে
আমাদের গ্রুপে
JOIN কর

[JOIN](#)

বায়োলজির ছবি আকা এখন পানির মত সোজা

ব্যবহার কর



**STORY MODE
LEARNING APP**

LOGIN

মান্দা